

CMYK



CMYK

শ্রী নরেন্দ্র মোদী,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে

১,৪৭,৮০৫ জন

সুবিধাভোগীদের প্রথম কিস্তি বাবদ তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে
৭০৯.৪৬ কোটি টাকা প্রদান করবেন

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন

শ্রী গিরিরাজ সিং,

মাননীয় মন্ত্রী, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ও পঞ্চায়েতীরাজ, ভারত সরকার

শ্রী বিষ্ণব কুমার দেব,

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার

শ্রী যিষ্বুও দেববর্মণ,

মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার

শ্রীমতি প্রতিমা ভৌমিক,

মাননীয়া কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ক্ষমতায়ন, ভারত সরকার

শ্রী রেবতী ত্রিপুরা,

মাননীয় সাংসদ, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্র

১৪ই নভেম্বর, ২০২১, দুপুর ১ ঘটিকায়

গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

জানা অজানা

পড়ন্ত বস্তু, গ্যালিলিও ও একটি প্যারাডক্স



পড়ন্ত বস্তুর ব্যাপারে আজোর একটা ধারণা পোষণ করতেন অ্যারিস্টটল। ভাবতেন, ঘূর্ণিষ্ঠ কেন্দ্র হলো পৃথিবী। মহাবিশ্বের তাৎক্ষণ্য জিনিস তাই সেই কেন্দ্রের দিকে আসতে চায়। তাহলে ধোঁয়া আর আগুন কেন ওপরে উঠে? এর যুক্তসই ব্যাখ্যা ছিল না। আরিস্টটলের কাছে। জোটান্ত দিয়ে একটা বায়াখ্য দীর্ঘ করাবার চেষ্টা করেন। বলেন, যেসব বস্তুর স্থানীয় গুণ আছে, সেগুলো ওপরে উঠে যাব। আর যে সব বস্তু স্থানীয় নয়, সেগুলো হাতে স্থান পাব। তাদের যাবার কাছে। পড়ন্ত বস্তু কেন্দ্রের কাছে কেন্দ্র হবে। পড়ন্ত বস্তু কেন্দ্রের কেন্দ্রে কেন্দ্র হবে। পড়ন্ত বস্তু কেন্দ্রের কেন্দ্রে কেন্দ্র হবে। পড়ন্ত বস্তু কেন্দ্রের কেন্দ্রে কেন্দ্র হবে।



পাথরটার নিজস্ব বেগের চেয়ে কম। ফলে তৈরি হয় স্ববিদ্যোধিতা।

এই স্ববিদ্যোধ বা প্যারাডক্সের সমাধান খুঁজতে চাইলেন গ্যালিলিও।

সমাধানও পেতে গেলেন।

স্ববলেন, এই সমস্যার সমাধান তথ্যই সম্ভব, যদি

বস্তু দুটি একই সাথে একই

বেগে মাটিতে পড়তে

থাকে।

গ্যালিলিও বললেই তো

আর সবাই মানবেন না।

এতোমধ্যে আরুড়ে ধৰা

আরিস্টটলের কেন্দ্রের

মতবাদকে যে তাহলে

বেঁচিয়ে বিদেব করতে হয়।

গ্যালিলিওর কথায় বিদ্যুৎ

মুক্তি হয়েছে। কীভাবে

পরিষেবা করেছিলেন

পরিষেবা ক

মেট সংখ্যাই মধুমেহ দিবসের প্রধান কাঁচা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।। সারা রাজ্যে ক্যাল্পার, এইডস, টিবি বা ডেঙ্গু রোগীদের সংখ্যা জানা গেলেও, মধুমেহ রোগে কতজন আক্রান্ত, তা জানার কোনও কাঠামো গড়ে ওঠেনি রাজ্যে। জেলায় জেলায় প্রত্যেকটি হাসপাতালেই অন্য নানা শারীরিক সমস্যার চিকিৎসা করাতে গিয়ে, মধুমেহ রোগীরা নানা ধরণের পরিবেষা গ্রহণ করেন। একইভাবে শুধুমাত্র মধুমেহ রোগের সমস্যার কারণে হাজার হাজার রোগী রাজ্যের বিভিন্ন ভাস্তারদের চেম্বারে ভিড় জমান। কিন্তু এর সংখ্যা কত? গড়ে কয়জনের মধ্যে কতজন এই রোগে আক্রান্ত, তার তথ্য কে দেবে? রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের প্রকল্পের অস্তর্ধীন কোনও প্রতিষ্ঠানে এ যাবতীয় কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। রবিবার ‘বিশ্ব মধুমেহ দিবস’। এই দিবসে রাজ্যের কাছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন বোধহয় এটাই— মোট মধুমেহ রোগীর সংখ্যা কত? বট করে ১৪ নভেম্বর তারিখটিকে মাথায় আনলে ‘শিশু দিবস’ বিষয়টি মাথায় আসবে। অথচ এই দিনটিতে আবিশ্ব ‘বিশ্ব রসগোল্লা দিবস’ হিসাবে পালন করে। তবে, এই খবরের প্রধান উপপাদ হলো ১৪ নভেম্বর তারিখটি পৃথিবী জুড়ে ‘বিশ্ব ডায়াবেটিস’ দিবস হিসাবেও পালিত হয়। কিন্তু এতে খবর কী? রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য না থাকলেও, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, রাজ্যে ‘স্যালেন্ট কিলার’ হিসাবে মধুমেহ রোগটি এখন শীর্ষেরয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ল্যাবগুলোতে ধরা পড়ছে ‘সুগার’ আক্রান্তদের সংখ্যা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মধুমেহ রোগীদের সংখ্যার নিরিখে রাজ্য প্রায় শীর্ষস্থান দখল করার দৌড়ে। নাগাল্যাণ্ডে জনসংখ্যার নিরিখে মধুমেহ রোগীদের সংখ্যা বেশি হলেও, প্রায় প্রতিদিন নিজেকে শীর্ষের তালিকায় নিয়ে যাচ্ছে এ রাজ্য। তথ্য বলছে, সারা দেশের মধ্যে ‘ওভার ওয়েট’-এর হিসেব অনুযায়ী এ রাজ্যের স্থান পঞ্চমে। উত্তরাখণ্ড, পশ্চিমবাংলা, উত্তরপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার পরেই ওভার ওয়েট বিষয়টিতে রাজ্যের নাম। অন্যদিকে, ‘হাইপার টেনশন’-এ রাজ্য সারা দেশের মধ্যে অস্ত্রমালানে রয়েছে।

অসম, নাগাল্যান্ড, অরুংচাচল
প্রদেশ সহ কয়েকটি রাজ্যকে
সামনে রেখে এ রাজ্যের স্থান
অঙ্গৈ। একইভাবে মধুমেহ
রোগের নিরিখে এ রাজ্য শুধু
উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই প্রথম দিকে
রয়েছে এমন নয়, সারা দেশের
প্রায় ১০ কোটি মধুমেহ মানুষের

আজ বিশ্ব ডায়াবেটিক দিবস পালন

মধ্যে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে
আছে এ রাজ্য। তবে, রাজ্য ঠিক
কর্তজন মধুমেহ রোগী রয়েছেন,
তা বলা মুশকিল। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও
পরিবার কল্যাণ দফতরের কাছে
এই রোগ সম্পর্কিত বিস্তারিত
কোনও তথ্য নেই। তথ্য নেই
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্প সহ
সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনগুলোর
কাছেও। প্রথম পর্যায় থেকে
চিকিৎসা শুরু করলে যে
রোগটিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব
বলে বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন, সেই

রোগটি এখানে প্রতিদিন তরতর করে বেড়ে চলেছে। রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলে, মধুমেহ রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টিকে নিশ্চিত করেন চিকিৎসকরা। অনিয়মিত লাইফস্টাইল এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যভাসের কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলেই মধুমেহ রোগ দেখা দিতে পারে। আরো কয়েকটি কারণে এই রোগ দেখা দেয়। রাজ্যে প্রত্যেকদিন মধুমেহ রোগীদের সংখ্যা বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের ধারণা, আগামী ৫-৭ বছরের মধ্যে এই বিষয়টি বীতিমতো ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়বে। প্রথম দিকে শরীরে দুর্বলতা অনুভব করা এবং ঠিক সময়ে ঠিকভাবে খিদে না পাওয়া, এই রোগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ঘন ঘন প্রস্তাৱ পাওয়া ও স্বাভাবিকের তুলনায় কিডনি জনিত সমস্যা অনুভব করা এই রোগেরই লক্ষণ। স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি জল পিপাসা পাওয়া বা মুখ শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা ও এই রোগের ইঙ্গিত। রাজ্যে টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগীদের সংখ্যা ও বাড়ছে। এই নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত হলে মহিলার সব থেকে বেশি যে

উচ্চ আদালতে ছবি আঁকা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা উচ্চ আদালত চতুরে ছাইছাত্রীদের নিয়ে ছবি আঁকা এবং ফ্লোগান লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে। শনিবার এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপত্রি স্তু এ মোহন্তি, বিচারপতি টি গোড়, রাজ্য আইন সেবা কর্তৃ পক্ষের সদস্যসচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হেনা বেগম, অপরাজিতা দেববর্মা-সহ অনেকেই। জেলা আইন সেবা

A black and white photograph showing the front view of a heavily damaged van or small truck. The vehicle is light-colored and appears to be in a state of disrepair. The front end is significantly crushed, particularly around the headlights and bumper area. Both front windows are shattered, with glass shards still in the frames. The side windows are also broken. The steering wheel and dashboard area are visible through the remains of the front structure. The van is parked on a dirt surface, and a concrete wall is visible in the background to the left. The overall condition of the vehicle suggests it has been involved in a severe accident or is abandoned.

বামদের প্রচারের গাড়ি পুড়লো নাশকতার আগনে। ঘটনা শহরের রামপুর ১নং রোডে। গভীর রাতের এই ঘটনায় অবাক হয়ে গেলেন গাড়ির মালিক। অভিযোগ, বাইক বাহিনীর দাপটে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী।

ତଣମୂଳକେ ଚାପେ ଫେଲିତେ
ଗିଯେ ବ୍ୟାକଫୁଟେ ବିଜେପି

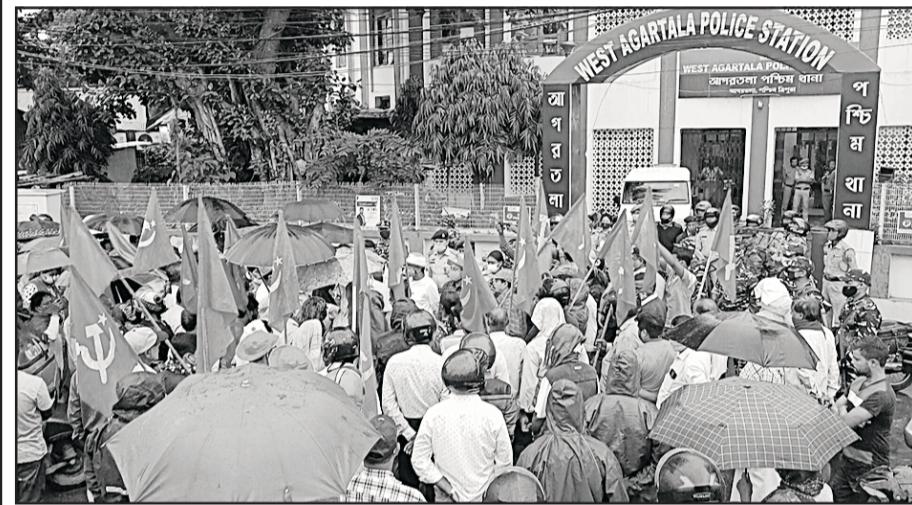
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
তেলিয়ামুড়া, ১৩ নতেঙ্গুর। খুব
সম্ভবত তেলিয়ামুড়াতেই ভোটের
মায়দানে এগোচ্ছে তৎমাল আব

তৃণমূলে। তেলিয়ামুড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক দাসগুপ্ত — গোটা পুর এলাকায় যার নেতৃত্ব অবিসংবাদিত, তিনিও এখন তৃণমূলে। ফলে তেলিয়ামুড়ায় তৃণমূলের চি একেবারেই অন্যরকম। অভিযোগ, এতেই ভীতসন্ত্বস্ত হয়ে বিজেপি এখন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে ঢিকে থাকতে চাইছে। যার সরাসরি প্রভাব দেখা দিয়েছে শনিবার সন্ধিয়া। আটপাকের ফর্মলা যোতাবেকট হোটেল মালিকের পরিবার যখন তৃণমূল নেতাদের কাছে তাদের অসহায়তার কথা তুলে ধরেন, তখন তারাও বিষয়টি অনুধাবন করে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। এদিন রাত আটটা নাগাদ দুই পর্যবেক্ষক অভিভিত্তি সিংহ এবং খোকন দাসের নেতৃত্বে সুধীর সরকার, অশোক দাসগুপ্ত, অনিবার্য সরকার, রবিন্দ্র নাথ দাসেরা মিছিল করে সোজা থানায় চলে যান এবং সেখানে সোজা ধৰ্মার্থ বসে পড়েন।

এটিএম-এ আগুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।।
এটিএম-এ আগুন ঘিরে আতঙ্ক দেখা দেয় নরসিংহড়ে । শনিবার সকালে এসবিআই'র এটিএম-এ এই অশ্বিকাণ্ডের ঘটনাটি হয় ।
এয়ারপোর্টের কাছেই এসবিআই'র এটিএম রয়েছে ।
সকালে এটিএম'র মধ্যে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা এগিয়ে যান । তারা গিয়ে এটিএম'র ভেতর আগুন জুলতে দেখেন । খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং দমকলে ।
তবে দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন । আগুনে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হতে পারেনি । তবে অশ্বিকাণ্ড নিয়ে রহস্য দেখা দিয়েছে । কিভাবে এই আগুন লেগেছে তা স্থানীয়রা বুঝতে পারছেন না । কারোর কারোর আশঙ্কা, কেউ হয়তো-বা এটিএম'র মধ্যে থাকা কাগজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন । আবার কেউ মনে করছেন জলস্ত সিগারোট জমে থাকা কাগজে ফেলায় এই আগুন ধরেছে ।
সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তে চিহ্নিত করারও দাবি উঠেছে । যদি ইচ্ছাকৃত এটিএম-এ আগুন দেওয়া হয় তাহলে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি উঠেছে ।
বিমানবন্দরের পাশে এটিএম-এ আগুন দেখে যাত্রীদের মধ্যেও সাময়িক আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।

প্রতিবাদে সিপিএম'র থানা ঘেরাও



মন্ত্রী মানিক দে, সিপিএম পশ্চিম
জেলা সম্পাদক রতন দাস। শনিবার
বৃষ্টির মধ্যেই এই মিছিল ঘেরাও
কর্মসূচি নিয়েছিল সিপিএম। পুর
নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর এই
প্রথম আগরতলায় সিপিএম-কে
প্রতিবাদে নামতে দেখা গেলো।
এর আগে অবশ্য তঢ়মূল কংগ্রেস
প্রচারে অনেকটাই সিপিএম-কে
টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। এই
সময়ের মধ্যে বহুবার আক্রমণ
হয়েছেন প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র সমর
চক্ৰবৰ্তী-সহ অনেক সিপিএম
নেতা-কর্মী। কিন্তু সিপিএম-কে
থানা বা পুলিশ সদর দফতরে
কর্মসূচি দিয়ে আসার আয়োজন

দোষীরা থেকতার না হলেও প্রতিবাদটা প্রায় চুপসে গিয়েছিল। সিপিএম প্রার্থীর প্রচারে ব্যবহার করা সঙ্গীত শিল্পী শ্রীগীণা রায়ের স্কুটি ও পোড়ানো হয়েছিল। মূলত পুলিশের নিরপেক্ষতার উপরই প্রশ্ন তোলা হয়েছে সিপিএম'র মিছিল থেকে। রতন দাস-সহ সিপিএম'র একটি প্রতিনিধি দল এদিন পশ্চিম থানায় এসডিপিও রমেশ যাদবের কাছে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে কথা বলেন রতন দাস। তিনি বলেন, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে এটাই তারা আশা করেন। একের পর এক আক্রমণ হচ্ছে। তা নিয়ে জেলা শাসক, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছেও অভিযোগ করা হয়েছে। থানায় এফআইআর করলেও কেউ গ্রেফতার হয় না। ১২ নভেম্বর গভীর রাতে বাধারঘাটের শ্রীপঙ্খীতে বিজেপির দুর্বৃত্ত বাহিনী রাক্ষেশ সাহা, শুভ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৪৫৬ ওয়ার্ডের সঞ্চার কর্মী অভিযোগ বাঢ়িয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে কোনও ক্ষেত্রেই পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে না।

আক্রান্ত প্রার্থীর বাড়িতে বীরজিৎ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ নভেম্বর।। ধর্মনগর পুর পরিষদের ১২ং ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেসের আর্থী মানসী মালাকারের বাড়িতে ছাটে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। বৃহস্পতি বার মানসী মালাকারের বাড়িতে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতি হামলা চালায়। এরই

প্রতিবাদে থানায় গেলে থানায় সঠিক বিচার না করে, ওমি কংগ্রেস নেতাদের সাথে উল্টে দুর্ব্ববহার করেন বলে অভিযোগ। তা নিয়ে কংগ্রেস দল সরব হয়েছে। শনিবার কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি বীরজিৎ সিনহা ধর্মনগরে আসেন এবং মানসী মালাকারের বাড়িতে ছুটে যান। এ ঘটনাকে তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজনীতি রাজনীতির জায়গায়, কারোর বাড়িয়রে হামলা এটা কোন ধরনের রাজনীতি নয়। গণতন্ত্রকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিতে চাইছে শাসক দল বিজেপি। মানুষ তার জবাব দেবে। এই ধরনের হামলাকে তিনি ঘণ্য রাজনীতি বলে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানান।

কবরঙ্গানে বাউলারি নিয়াগৱ দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ নভেম্বর ।। কবরস্থানে বাউন্ডারি
নির্মাণের দাবি করেন জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজের নাগরিকরা । শুক্রবার
জুম্বার নামাজ পড়ে জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজের সংখ্যালঘু মুসলিমরা
কবরস্থানে যান। স্থানে গিয়ে তারা দেখতে পান কবরস্থান অপরিচ্ছিল
হয়ে আছে। তাই সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তারা কবরস্থানে
বাউন্ডারি নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে
এ বিষয়ে তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এলাকার বিধায়ক বীরেন্দ্র
কিশোর দেববর্মী, জম্পুই জলা মহকু মাশাসক, ঝুক উ ঘৱয়ন
আধিকারিক, জেলাশাসক এবং মুখ্যমন্ত্রী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রীর
এলাকার মুরগিব চান মিয়া বলেন, সরকারি উদ্যোগে কবরস্থানের
বাউন্ডারি নির্মাণ হলে তাদের উপকার হবে। তিনি বলেন, এর
আগেও এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্নভাবে দাবি উঠাপন করা হয়েছে

୪ ଶତାଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଚାଇଲେ ବ୍ଲାଇନ୍ ଅୟାସୋମିଯେଶନ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।।
লোকসভা, বিধানসভা এবং রাজ্যের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণ চাইলো অল প্রিপুরা গ্লাইড অ্যাসোসিয়েশন।
আগরতলায় টিভি হলে সংগঠনের দাদশ ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন

ক্ষমতারের পরিশেষে রাজা, রাজেশ্বরী, রাজনৈতিক কার্যকরী সম্মেলনে একটি ব্রেইল প্রেস স্থাপন, সিলেবাস অনুযায়ী দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বইয়ের ব্যবস্থা করা, দৃষ্টিহীন স্কুলগুলোতে চাহিদামতো শিক্ষক নিয়োগ, সরকারি হাসপাতালে দৃষ্টিহীনদের চিকিৎসা পরিযবেক বিনামূল্যে প্রদান করা, দৃষ্টিহীন করণিকদের জন্য কম্পিউটারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সরকারি স্কুলে সিলেবাস অনুযায়ী ব্রেইল স্থাপন করা, তোরা ডিসেম্বর বিপ্লবী প্রতিবন্ধী দিবসে ফের সরকারি ছাত্র ঘোষণা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হয়রানি বন্ধ করা, ১০৩২ শিক্ষকদের দ্রুত স্থায়ী সমাধান ইত্যাদি দাবিতে এদিনের সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। এদিনের সম্মেলন থেকে ১৯ জনের কমিটি গঠন ● এরপর দুইয়ের পাতা



ଆକ୍ରାନ୍ତ ତୃଗମୂଳ ପ୍ରାଥୀ

প্রতিবন্দী কলম প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৩ নভেম্বর।। সুপ্রিম কোর্ট রায় প্রদান করে জানিয়েছে, ত্রিপুরায় পুরভোটের কাজে বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের নিরাপত্তা সুনির্ণিত এবং প্রচারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনির্ণিত করতে হবে। ত্রিপুরা পুলিশের মহানিদেশককে এব্যাপারে চিঠি ও ধরিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সুপ্রিম নির্দেশ এলেও বিরোধী দলীয় প্রার্থী এবং তাদের প্রচারকদের উপর হামলা হজ্জতি বাড়ছে বৈ কমছে না। শনিবারও কুমারঘাটের ১০ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণকেশ চৰকৰ্ত্তা যখন ওয়ার্ডে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন লাগাচ্ছিলেন তখনই বাহিক বাহিনী এসে তাকে বেধত্বক পেটায় এবং প্রচার সঙ্গে নষ্ট করে জানিয়ে যায় প্রার্থীপদ প্রত্যাহার না করলে তাকে জানেই মেরে ফেলা হবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তৃণমূল কর্মীরা কৃষ্ণকেশবাবুকে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করান। চিকিৎসকেরা তার অবস্থার অবনতি দেখে তাকে উনকোটি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এই ঘটনায় গোটা কুমারঘাটেই তীব্র চাপ্টল্য ছড়িয়ে পড়ে। কৃষ্ণকেশবাবুর বক্তব্য, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন সত্যি কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি বহু হৃষির ফোন পেয়ে সেরেছেন। বক্তব্য একটাই, তৃণমূলের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে হবে কৃষ্ণকেশবাবুকে। জন্দি কৃষ্ণকেশবাবুও জানিয়েছেন, তাকে মেরে ফেললেও তিনি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবেন না। তার উপর হামলা চালিয়ে তার ফ্ল্যাগ ফেস্টুন নষ্ট করা যাবে কিন্তু কেনওভাবেই মানুষ দুর্বলদের ভোট দেবেন না। মানুষ চান শাস্তি এবং সুস্থিতি। কুমারঘাটে তৃণমূল প্রার্থীর উপর আক্রমণের জেরে শুধু কুমারঘাট নয়, অন্যান্য এলাকায়ও তীব্র চাপ্টল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অগ্নিদণ্ড



আজ প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ
প্রকল্পে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার ১
লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৫ জন
সুবিধাভোগীকে একই সঙ্গে গৃহ



যাবে। এর ফলে ঘর নির্মাণের সঙ্গে
যুক্ত রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি সহ
অনেকেই আর্থিকভাবে উপকৃত
হবেন। পশ্চাপাশি গ্রামীণ এলাকার
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও স্বচ্ছল হবে
বলে উপর্যুক্তমন্ত্রী আশা প্রকাশ
করেন। উপর্যুক্তমন্ত্রী বলেন,

রাজ্যের প্রামীণ এলাকায় মোট ৬
লক্ষ ৯৭ হাজার পরিবার রয়েছে।
২০১১ সালের এসইসিসি সার্ভে
অনুযায়ী রাজ্যের ২ লক্ষ ৮ হাজার
পরিবার ঘর নির্মাণের নীতি
নির্দেশিকার কারণে বাদ পড়ে যায়।
বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক
প্রচেষ্টায় ● এরপর দুইয়ের পাতায়

মর্গে দেহ আটকে রাখায় উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।। জিবি'র মর্গে
মৃতদেহ নিয়ে কামাই বাণিজ্যের অভিযোগ বহুদিনের। কিছুদিন পর পরই
এনিয়ে ঝামেলা দেখা দেয়। রেলে কাটা পড়া এক যুবকের মৃতদেহ নিয়েও
শনিবার উত্তেজনা দেখা দেয় জিবিপি হাসপাতালের মর্গে। মৃতদেহ বের
করতে মর্গের কর্মীরা নাকি ৪ হাজার ৫০০ টাকা দাবি করেন পরিজনদের
কাছে। এনিয়েই উত্তেজিত হয়ে পড়ে উপস্থিত লোকজন। মৃত যুবকের
নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ। শুক্রবারই মলয়নগর এলাকায় তার রেলে কাটা
দেছিল উক্তার হয়। মৃতের স্তো ছয় মাস আগেই ছেড়ে গিয়েছিল। দিনমজুর
বিশ্বজিৎ মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে শেষ পর্যন্ত আঘাত্যার পথ বেছে
নিয়েছিল বলে তার পরিজনদের দাবি ছিল। এমনিতেই বিশ্বজিতের মা
ছেলের মৃত্যুর পর তার দুই শিশু সন্তান কিভাবে বড় করবেন তা নিয়ে
চিন্তায় রয়েছেন। এর উপর শনিবার জিবি হাসপাতালে মর্গের কর্মীরা তার
মৃতদেহ বের করতে টাকা দাবি করে বসেন। জিবি হাসপাতালে এই ধরনের
টাকা দাবি করার ঘটনা আগেও দেখা গেছে। সদ্য সন্তান জন্ম দেওয়া
মায়েদের ক্ষেত্রেও অনিয়মিত কর্মীরা টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ
রয়েছে। এদিন দুপুরে রেলে কাটা পড়া বিশ্বজিতের দেহটির ময়নাতদন্ত
করা হয়। ময়নাতদন্তের পর দেহ দিতে সাড়ে চার হাজার টাকা দাবি করেন
মর্গের দুই কর্মী। এমন সময়ই টাকা

করোনায় মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১৩ নভেম্বর ।।
ফিরলো করোনায় মৃত্যু। বেশ
কয়েকদিন করোনার মৃত্যু বৰ্ষ ছিল
রাজ্যে। শনিবার সংক্রমিত এক
রোগী মারা গেছেন। এর ফলে নতুন
করে করোনার তৃতীয় টেউ নিয়ে
আশঙ্কা প্রকাশ হতে শুরু হয়েছে।
নতুন করে এদিন ১১জন সংক্রমিত
শনাক্ত হয়েছে। এর ফলে করোনা
যে শেষ হচ্ছে না তা পরিষ্কার।
শনিবার নতুন করে শনাক্ত হওয়া
১১জন আক্রান্তের মধ্যে ১০জনই
অ্যান্টিজেন টেস্টে শনাক্ত
হয়েছেন। বাকি একজন
আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষায়
পজিটিভ শনাক্ত হন। ২৪ ঘণ্টায় ৪
হাজার ১৩৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা
হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫৭৩ জনের
আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা
হয়। ●এরপর দুইয়ের পাতায়

